মোমিনছড়া চা বাগান শ্রমিকদের আন্দোলনের বিজয়

সিলেটে চা-শ্রমিকদের ৬দফা দাবিতে স্মারকলিপি প্রদানের পূর্বে
রাজপথে চা শ্রমিক ফেডারেশনের মিছিল

বন্ধ মোমিনছড়া চা বাগান খুলে দেয়া, অন্যাভাবে বরখাস্ত ৪ জন শ্রমিককে কাজে পুনর্বহাল ও নির্যাতনকারী ঠিকাদারকে বাগান থেকে অপসারণের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন সফল হয়েছে। ১২ মার্চ সিলেটের মোমিনছড়া চা বাগানের একজন নারী শ্রমিক অসুস্থ হয়ে চিকিৎসা নেওয়ার জন্য বাগানের চিকিৎসাকেন্দ্রে গেলে তাকে চিকিৎসা না দিয়ে কর্তৃপক্ষ মারধোর করে তাড়িয়ে দেয়। শ্রমিকের চিকিৎসায় অবহেলা-দুর্ব্যহার এবং দীর্ঘদিন জমে থাকা ক্ষোভ থেকে শ্রমিকের অসন্তোষের জন্ম। তারপও শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণভাবে এ সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে দুই দফা মালিক পক্ষের সাথে কথা বলে। মালিক দমন-পীড়নের আশ্রয় নিয়ে–নিয়োগপ্রাপ্ত ঠিকাদার দলা মিয়া ও তার পালিত মস্তান বাহিনী দিয়ে শ্রমিকদের উপর হামলা করে। এতে অনেক শ্রমিক গুরুতর আহত হয়। মালিকপক্ষ পরদিন বাগান বন্ধ করে দেয়। এতে বাগানে কর্মরত ১ হাজার ২০০ জন শ্রমিক কর্মহীন ও মজুরিহীন হয়ে পড়ে। এপ্রেক্ষিতে শ্রমিকরা–নির্যাতনকারী ঠিকাদার দলা মিয়ার অপসারণ, বাগান খুলে দেওয়াসহ ৬ দফা দাবিতে আন্দোলন শুরু করে।

মালিক শ্রমিকের ন্যায্য দাবি না মেনে ২২ মার্চ আন্দোলনরত ৪ জন শ্রমিক নেতাকে অন্যাভাবে বাগান থেকে বহিষ্কার করে। ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে থাকে। আন্দোলনে টার্মিনেশনকৃত শ্রমিক নেতাদের কাজে পুনর্ববহালের দাবিটিও যুক্ত হয়।

আন্দোলনের শুরু থেকেই চা শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন। ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ শ্রমিকদের নিয়ে লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলে। তারা সিলেট জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান, মানববন্ধন, কালো পতাকা মিছিল, কল-কারখানা পরিদর্শকের কাছে দাবি পেশ, সমাবেশ, অনশনসহ নানা ধরনের কর্মসূচি পালন করতে থাকে। 'বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন' ও সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট সিলেট, মৌলভী বাজার জেলা শাখাসহ বিভিন্ন স্থানে সংহতি কর্মসূচি পালন করে।

আন্দোলনের প্রভাব ও পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুভব করে ৩১ মার্চ মালিকপক্ষের আহ্বানে স্থানীয় উপজেলা ও ইউপি চেয়ারম্যান সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেন। আন্দোলনরত শ্রমিক ও ফেডারেশনের সাথে কয়েক দফা বৈঠক চলে। রাত দশটায় স্থানীয় প্রতিনিধি বৃন্দ ৬ দফা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে পরদিন থেকে শ্রমিকদের কাজে যোগ দেবার আহ্বান জানান। শ্রমিক নেতৃবৃন্দ সকল শ্রমিকের সাথে আলাপ করে তাদের সিদ্ধান্তের জন্য ২ দিন সময় চান। চেয়ারম্যান দ্বয় তাতে সায় দেন। এরই মাঝে মালিক পক্ষের কিছু সংখ্যক দালাল শ্রমিকদের দাবি না মেনেই জোরপূর্বক বাগান খুলে দিতে চাইলে আন্দোলনরত শ্রমিকরা তা প্রতিহত করে।

২ এপ্রিল ফেডারেশনের নেতৃত্বে আন্দোলনরত শ্রমিক নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও মালিকপক্ষের বৈঠকে বাগান চালু করা ও শ্রমিকনেতাদের টার্মিনেশন বাতিল করে ৬ দফা পর্যাক্রমে বাস্তবায়নের অঙ্গীকারের ভিত্তিতে ২১দিনের আন্দোলনের অবসান হয়। শ্রমিকদের আন্দোলন বিজয় লাভ করে।